সমকাল

তারিখ ... 25 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৫ ...

একটি 'নোটিশে' ঢাবির ছাত্রী হলে তোলপাড়

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

স্বাক্ষরবিহীন একটি নোটিশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কবি সুফিয়া কামাল ছাত্রী হলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ওই নোটিশে আবাসিক ছাত্রীদের অশালীন পোশাক পরে ঘোরাফেরা বা হল অফিসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার নোটিশটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। দিনভর চলে তা নিয়ে নানা আলোচনা। তবে নোটিশটি হল কর্তৃপক্ষের নয় বলে দাবি করেছেন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিতা রেজওয়ানা রহমান।

হলের প্রশাসনিক দপ্তরও বলেছে, এটি হল কর্তৃপক্ষের নয়। হলের একাধিক ছাত্রী জানান, বিভিন্ন বিষয়ে একই ধরনের স্বাক্ষরহীন নোটিশ তারা আগেও দেখেছেন। এ ঘটনা খতিয়ে দেখতে গতকাল বিকেলেই তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে হল প্রশাসন।

আবাসিক ছাত্রীদের সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার বিকেল থেকেই হলের নোটিশ বোর্ডে ওই নোটিশ ছাত্রীদের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

একটি 'নোটিশে' ঢাবির ছাত্রী

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

চোখে পড়ে। স্বাক্ষরহীন নোটিশে হলে অবস্থানরত ছাত্রীদের পোশাকের বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এর পর কয়েকজন ছাত্রী তার ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেন। পরে নোটিশটি নিয়ে ক্যাম্পাসের অন্য হলের ছাত্রছাত্রীসহ সাবেক অনেক শিক্ষার্থীও ফেসবুকে সমালোচনা করে মন্তব্য করেন।

ওই নোটিশে লেখা ছিল, 'সকল আবাসিক ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, হলের অভ্যন্তরে দিনের বেলা অথবা রাতের বেলা কখনোই অশালীন পোশাক (সালোয়ার-এর ওপর গেঞ্জি) পরে ঘোরাফেরা অথবা হল অফিসে কোনো কাজের জন্য প্রবেশ করা যাবে না। অন্যথায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য হল কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' নোটিশটির নিচে উল্লেখ করা হয় আদেশক্রমে হল কর্তৃপক্ষ।

অধ্যাপক সাবিতা রেজওয়ানা রহমান সমকালকে বলেন, অফিস বন্ধের পর এ নোটিশ বোর্ডে টানানো হয়। কারা এটি করেছে, তা এখনও জানা যায়নি। হলটি ক্যাম্পাসের একেবারে বাইরের দিকে হওয়ায় কেউ অন্য কোনো উদ্দেশ্যেও এটি করতে পারে।

নোটিশের দায়িত্বে থাকা হলের জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, হলের যাবতীয় নোটিশ তার মাধ্যমেই বোর্ডে যায়। এ নোটিশ হল কর্তৃপক্ষের নয়। সাধারণত হলের নোটিশগুলো যে ফরমেটে করা হয়, এটি সে রকম নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে হলের কয়েকজন ছাত্রী বলেন, পোশাক নিয়ে টানানো নোটিশটি বরাবরের মতই ছিল। নোটিশটি হল কর্তৃপক্ষের হতে পারে– এমন ধারণা করে এক ছাত্রী জানান, বুধবার অফিস চলার সময় হলের এক ছাত্রী সনদ তুলতে প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে যান। তখন ওই ছাত্রীর পরনে ছিল সালোয়ার আর গেঞ্জি। তখন সেখানে উপস্থিত এক শিক্ষক তাকে বকাঝকা করেন। এ ঘটনার আগেও শিক্ষকরা অনেক ছাত্রীকে হল অফিসে যাওয়ার সময় একটু শালীনভাবে যেতে মৌখিকভাবে সতর্ক করেন।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই গতকাল বিকেলে আরেকটি নোটিশ টানানো হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, 'সকল আবাসিক ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, ছাত্রীদের কক্ষ, বারান্দা, বাথরুম ও ব্যক্তিগত এলাকা ব্যতীত অত্র অফিস এলাকায়/হল অফিসে যথাযথ পোশাক পরিধান করে আসতে হবে। হলের ভাবমূর্তি রক্ষা করবার দায়িত্ব সকলের।' এটিতেও আদেশক্রমে হল কর্তৃপক্ষ লেখা হয়।

প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষরসহ তদন্ত কমিটি গঠনের নোটিশে বলা হয়, অত্র হলের মেয়েদের পোশাক পরিধান-সংক্রান্ত একটি বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নোটিশ অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই বিকৃত নোটিশটি হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। গোপনীয়তার স্বার্থে তদন্ত কমিটিতে থাকা সদস্যদের নাম বলতে চাননি প্রাধ্যক্ষ। তবে শিক্ষকদের নিয়েই কমিটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।